২৩/৯/২০০৩

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পটুয়াখালীতে অর্থাভাবে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না

কাজল বরণ দাস, পটুয়াখালী থেকে : পটুয়াখালীতে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম)-এর মূল কর্মকাণ্ড অর্থাভাবে শুরু করা যাচ্ছে না। সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও প্রায় ১০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি মাঝ পথে থেমে আছে। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে টিএলএম-এর ভবিষ্যৎ।

নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সারাদেশের ন্যায় পটুয়াখালীতেও এ কর্মসূচি শুরু হয়। সাক্ষরতা বাস্তবায়ন সমিতি (সাবাস) পটুয়াখালীর মাধ্যমে '৯৯ সালের ১৭ অক্টোবর এর কার্যক্রম শুরু হয়। জেলার ৭টি উপজেলায় ৩টি পৌরসভাকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। প্রথমেই শুরু হয় পাইলট প্রকল্পের কাজ। এই প্রকল্পের আওতায় সাক্ষরতা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, পোস্টারিং, লিফলেট বিতরণ, গ্রান্ড র‍্যালি, ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে পাইলট প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০০০ সালের ৩০ জুন। এরপর টিএলএম কর্মসূচির মূল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ৭টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভাকে ১০টি ইউনিটে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ইউনিটে ১০০টি করে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী পটুয়াখালী জেলার মোট লোকসংখ্যা হচ্ছে ১৩ লাখ ২২ হাজার ৬শ' ৬২ জন। জেলায় শিক্ষার হার ৪৮ দশমিক ৬৫ ভাগ। অর্থাৎ ৫১ দশমিক ৩৫ ভাগ লোক এখনো অশিক্ষিত। এসব অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ২ লাখ ২১ হাজার ৯২ জন। তবে সর্বশেষ জরিপে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আরো ৫০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এসব নিরক্ষরদের সাক্ষর করার লক্ষ্যে জেলায় ৭ হাজার ৩৭০টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে পুরুষ কেন্দ্র ৩ হাজার ৪৫২টি এবং মহিলা কেন্দ্র ৩ হাজার ৯১৮টি। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ জন করে নিরক্ষরকে সাক্ষর জ্ঞান দান করা হবে। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ১ জন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য জেলায় মোট ৪০ জন মাস্টার ট্রেইনার নিয়োগ করা হয়েছে। কেন্দ্রের শিক্ষাদান কার্যক্রম তদারকির জন্য মোট ৪শ' ৯২ জন সুপারভাইজারও নিয়োগ করা হয়েছে। একজন সুপারভাইজারের ১৫টি শিক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রম তদারকি করার কথা।

এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জেলায় প্রাথমিকভাবে ৬ কোটি ৯২ লাখ ২৩ হাজার ৯৮৫ টাকার একটি বাজেট প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে আরো ৩ কোটি টাকার পুনঃবাজেট করা হয় এবং এ অর্থ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু গত ১ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ছাড় না করার ফলে সাবাস পটুয়াখালীর কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছে না। অথচ পার্শ্ববর্তী বরগুনা জেলায় নিরক্ষরমুক্ত আন্দোলন শুরু হয় পটুয়াখালীর ৬ মাস পর। জাগ্রত বরগুনা শীর্ষক ঐ নিরক্ষরমুক্ত আন্দোলনের সকল আনুষ্ঠানিকতা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ বজলুর রশিদের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, সাবাস পটুয়াখালীর মূল পর্বের কাজ শুরুর জন্য সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র অর্থাভাবে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, মূল কাজ শুরু করতে না পারলেও আমরা আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।

জেলা গণশিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, জেলার প্রতিটি উপজেলা সদর এবং পৌরসভায় একটি করে হোর্ডিং সাইন স্থাপন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের অনুরোধে উপজেলা প্রশাসন এডিপি খাত থেকে এবং পৌরসভাগুলো তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ১ লাখ টাকা করে এ খাতে খরচ করেছে। সম্প্রতি কর্মসূচির আওতায় ৩ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এ অর্থ দ্বারা জেলা সদরে ৬টি হোর্ডিং সাইন স্থাপন, উপজেলাওয়ারী প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কাজ করা হবে। তিনি আরো জানান যে, খুব শিগগিরই এ কর্মসূচিতে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।